দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 07 MAY 2008
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

ছাত্রের হামলায় শিক্ষক আহত

ছোট একটা খবর। তবে বিশেষ
গুরুত্ববহ। গুরুত্ব দিয়েই প্রকাশিত হয়েছে
সোমবার জনকণ্ঠে। খবরটির সারকথা
হচ্ছে : স্কুলছাত্রের হামলায় শিক্ষক আহত
হয়েছেন। তাঁকে যেতে হয়েছে
হাসপাতালে। এই ঘটনার পেছনে রয়েছে
ছাত্রকে শাসন করা।

বিস্তারিত সব জানা না গেলেও একটি কথা
এখানে বলা যেতে পারে সবার আগে।
ঘটনাটি দুঃখজনক। কারণ যা-ই থাকুক,
ঘটনা যা-ই থাকুক না কেন, শিক্ষককে
লাঞ্ছিত করা, শারীরিকভাবে আহত করার
ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক, দুর্ভাগ্যজনক। এই
কথা ক'টি এমনই যে, এখানে বিরাজ করে
একটি জিনিস, স্নেহ এবং সম্মান, ভালবাসা
ং শ্রদ্ধা। এর ব্যত্যয় ঘটলে সেটা সকলকে ব্যথিত করে, দুঃখিত করে।

ধরনের ঘটনা ব্যতিক্রমী এবং বিরল হলেও এ ধরনের দুঃখজনক ঘটনা কোথাও
থাও ঘটে, যা কেউ সমর্থন করতে পারেন না। এ ধরনের অন্য কোথাও আর যেন
ঘটে মানুষ সেটাই প্রত্যাশা করে। তবে এখানে সাধারণভাবে একটি কথা বলা
তে পারে, যা আমাদের সমাজে বিশেষ করে শিক্ষাঙ্গনে সব সময়ের জন্য সত্য।
াদের দেশে শিক্ষকদের মর্যাদার চোখে দেখা হয়। বলা হয়, মানুষ গড়ার
িগর এঁরা। বাবা-মা সন্তানের জন্ম দিলেও তাকে সত্যিকার মানুষ হিসাবে গড়ে
লেন শিক্ষকরা। নিশ্চিত আদর্শবান চরিত্রবান মানুষ গড়ার পেছনে শিক্ষকদের
কার তুলনা হয় না। আমাদের সমাজে তাই শিক্ষকের মর্যাদা বিরাট। যে ছাত্র
তো বটেই যে ছাত্র নয়, সে-ও শিক্ষকের মর্যাদা দেয়। শিক্ষিত-নিরক্ষর
র্বশেষে সবার কাছে মর্যাদার আসন শিক্ষকের। এটাই আমাদের সমাজের
শিষ্ট্য। আমাদের মূল্যবোধের অংশও গুরু তথা শিক্ষকের সম্মান। এটা অতীতেও
, এখনও আছে ভবিষ্যতেও থাকবে। তবে এখানে একটু পরিতাপের বিষয়
ছে। ছাত্রদের সুনাগরিক করে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার মহৎ কাজে যাঁরা
লসভাবে কাজ করে চলেছেন তাদের পেশায় একালে কিছু কিছু লোক যোগ দিয়ে
ন কিছু কাজ করেছেন বা করেন, যার সঙ্গে তাঁদের পেশার মিল নেই এবং তাঁদের
ব কাজের জন্য এই মহান পেশাটিকেই কালিমালিপ্ত করেন তাঁরা। এঁরা ছাত্রদের
পড়িয়ে তাদের পরীক্ষায় নকল করতে উৎসাহিত করেন, এমনকি ঐ কাজে
য়তাও করেন। যদিও এ ধরনের শিক্ষকনামধারী লোকের সংখ্যা অতিনগণ্য, তবু
ধরনের কাজ কিছু কিছু হয়েছে, যা এই মহান পেশার জন্য অমর্যাদাকর। আবার
ন ঘটনাও ঘটেছে যেখানে পরীক্ষার হলে ছাত্রকে নকল করতে দেননি বলে
ক্ষককে ছাত্রের হাতে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে।

ানে আরও একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে। আমাদের অধিকাংশ শিক্ষকই
দের, শিশু-কিশোরদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, এতে বিন্দুমাত্র দ্বিমত নেই।
দের আদরে, স্নেহে, ভালবাসায় বিদ্যালয়ে হাজার হাজার শিশু-কিশোর বড় হচ্ছে।
যুগ ধরে এটাই চলছে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে একালে অভিযোগ উঠছে,
ক্ষকের মধ্যে দু-একজন ছাত্রদের প্রতি, বিশেষ করে সাম্প্রতিক অতীতে ঘটে
ছ, যা দুঃখজনক। সেসব ঘটনা নিষ্ঠুরভাবে ছাত্রদের গায়ে হাত তোলা, বেত
য় পিটানোর অভিযোগ উঠেছে। সম্প্রতি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর প্রাথমিক
্যালয়ে ছাত্রদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন না করার নির্দেশ জারি করেছে।
। খুবই ভাল একটা নির্দেশ বলে আমরা মনে করি। শিশুরা বিদ্যালয়ে যায়
তে। আর শিশুরা ভুলও করতে পারে। শিশুরা বয়সে অল্প হলেও তাদের
নবোধ মর্যাদাবোধ রয়েছে। তাদের যদি লাঞ্ছিত, অপমানিত করা হয়, যদি
রিক ও মানসিক দিক থেকে শাস্তি দেয়া হয় তাহলে তারা ভীত হয়ে পড়ে,
বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে, অনেকে স্কুলে যেতে ভয় পায়। শিশুদের শিক্ষার পরিবেশ
আনন্দময়, স্কুল ভয়ের জায়গা হতে পারে না। আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান শিশুকে
রিক বা মানসিক শাস্তি দেয়া সমর্থন করে না। শিশুদের মারলে বা ভয় দেখালে
দের দেহ ও মনে যে চাপ সৃষ্টি হয় তাতে তাদের মেধা ও মননের স্বাভাবিক বিকাশ
গ্রস্ত হয়। শিক্ষক ও ছাত্রের সম্পর্ক হবে শ্রদ্ধার, স্নেহের। শিশুরা শিক্ষকদের
ন করবে, শ্রদ্ধা করবে, তাঁর কথা মেনে চলবে, কিন্তু তাঁকে ভয় করবে কেন?
কে সামগ্রিকভাবে গড়ে তোলাই আসল উদ্দেশ্য। শিক্ষক শাসন করবেন না তাও
। তবে শাসন তাঁর করাই সাজে, শিশুকে স্নেহ করেন, ভালবাসেন, সোহাগ
নন যিনি।